بسم الله الرحمن الرحيم

নিখিলবিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান ইমাম ও আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) গত ৮ই আগষ্ট, ২০২৫ যুক্তরাজ্যের টিলফোর্ডস্থ মসজিদে মোবারকে প্রদত্ত জুমুআর খুতবায় মক্কাবিজয়ের পর কয়েকজন অস্বীকারকারী বিরোধীর ইসলাম গ্রহণ এবং তাদের নিষ্ঠা ও আত্মনিবেদনের ঘটনা বর্ণনা করেন।

তাশাহ্হুদ, তা'উয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর (আই.) বলেন, জলসার পূর্বে মক্কাবিজয় সম্পর্কিত বিভিন্ন ঘটনা বর্ণনা করা হচ্ছিল। এ প্রেক্ষাপটে কয়েকজন অস্বীকারকারী বিরোধীর ইসলামগ্রহণের ঘটনা উল্লেখ করেছিলাম। আজ আমি আরও কয়েকজনের ঘটনা তুলে ধরব। যাদের মাঝে প্রথম হচ্ছে **ওয়াহ্শী বিন হারব,** যে হযরত হামযা (রা.)-কে হত্যা করেছিল। সে মক্কাবিজয়ের সময় তায়েফ চলে গিয়েছিল। এরপর তায়েফবাসীরা যখন ইসলাম গ্রহণ করে তখন সেও ইসলাম গ্রহণ করে। মহানবী (সা.) তাকে দেখে বলেন, তুমি হামযাকে হত্যা করেছ! তুমি কি আমার কাছ থেকে তোমার চেহারা লুকিয়ে রাখতে পারবে? এরপর তিনি সেখান থেকে চলে যান। বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা.)-এর ইন্তেকালের পর তিনি এ উদ্দেশ্যে বিদ্রোহী মুসায়লামা কাযযাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন যেন হামযা (রা.)-কে হত্যার প্রায়শ্চিত্ত করতে পারেন। তিনি এ যুদ্ধে মুসায়লামাকে বর্শা দ্বারা আঘাত করে হত্যা করেছিলেন।

অনুরূপভাবে আমর বিন হাশেম এর দাসী **গায়িকা সারা** মক্কাবিজয়ের প্রাক্কালে মহানবী (সা.)-এর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে। সে মহানবী (সা.)-এর বিষয়ে অবমাননাকর গান গাইত। তিনি (সা.) তাকে বলেন, তুমি কী এখন গান গাও না? সে বলে, বদরের যুদ্ধে কুরাইশ নেতারা নিহত হওয়ার পর থেকে তারা আমার গান শোনা বন্ধ করে দিয়েছে। এরপর তিনি (সা.) তাকে এক উট বোঝাই শস্য প্রদান করেন। এরপরও সে এরূপ অবমাননাকর গান গাইতে থাকে। হযরত হাতেব (রা.) মদীনায় থাকতে মক্কাবাসীদের উদ্দেশ্যে এই নারীর হাত দিয়েই একটি পত্র পাঠিয়েছিলেন যা মহানবী (সা.)-এর নির্দেশে মুসলমানরা পথিমধ্যে উদ্ধার করেছিলেন। যাহোক, পরবর্তীতে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন এবং হযরত উমর (রা.)-র খিলাফতকালে ইন্তেকাল করেন।

এরপর **হারেস বিন হিশাম** এর ইসলামগ্রহণের ঘটনা। সে মক্কার নেতা ছিল এবং পিতার দিক থেকে আবু জাহলের ভাই ছিল। হযরত উম্মে হানী (রা.), হারেস বিন হিশাম এবং আব্দুল্লাহ্ বিন আবী রবীয়্যাকে নিজের বাড়িতে আশ্রয় দিয়ে মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হন এবং তাদের নিরাপত্তার জন্য আবেদন করেন। মহানবী (সা.) বলেন, যাদেরকে তুমি আশ্রয় দিয়েছ আমিও তাদেরকে আশ্রয় দিলাম। কিছুদিন পর হারেস মহানবী (সা.)-এর কাছে গিয়ে কলেমা শাহাদত পাঠ করে মুসলমান হন। তিনি (সা.) বলেন, সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র! হারেস তোমার মতো ব্যক্তি ইসলাম থেকে দূরে থাকতে পারে না। হারেস বলেন, খোদার কসম! ইসলাম থেকে দূরে থাকা সম্ভব নয়।

অতঃপর **সুহায়েল বিন আমরের** ইসলামগ্রহণের ঘটনা সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে, হুদায়বিয়ার সন্ধিতে সে কুরাইশের প্রতিনিধি হিসেবে মুসলমানদের সাথে সন্ধিচুক্তি করেছিল। মক্কাবিজয়ের সময় সে তার বাড়িতে গৃহবন্দি অবস্থায় তার পুত্র হযরত আব্দুল্লাহ্ (রা.)-কে মহানবী (সা.)-এর কাছে ক্ষমার জন্য প্রেরণ করে। যদিও সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করা হয়েছিল এবং তার বিরুদ্ধে হত্যার কোনো পরোয়ানাও ছিল না, তথাপি সে নিজেকে অপরাধী মনে করে ভয়ে গৃহবন্দি হয়ে বসেছিল এবং মহানবী (সা.) প্রথমবার তাকে ক্ষমা করে দিলেও সে বিশ্বাস করতে না পেরে তার পুত্রকে পুনরায় প্রেরণ করে যেন ক্ষমার বিষয়ে নিশ্চিত হতে পারে। মহানবী

(সা.) তার সম্পর্কে বলেন, **তোমরা সুহায়েলের সাথে সাক্ষাতের সময় তাকে তীর্যক দৃষ্টিতে দেখবে না। তার ন্যায় বিচক্ষণ ও সম্মানিত ব্যক্তি বেশিদিন ইসলাম গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকতে পারবে না।** একথা শুনে সুহায়েল বলে, মুহাম্মদ (সা.) শৈশবেও দয়ালু ছিলেন আর এখনো দয়ালু আছেন। হযরত সুহায়েল (রা.) একজন সুবক্তা ছিলেন। মহানবী (সা.)-এর ইন্তেকালের পর যখন লোকেরা মুরতাদ হয়ে যাচ্ছিল তখন তিনি কুরাইশের উদ্দেশ্যে দাঁড়িয়ে বলেন, **তোমরা শেষে ইসলাম গ্রহণ করে সর্বপ্রথম মুরতাদ হয়ে যেও না**। কেননা, এ ধর্ম সেভাবে বিস্তৃত হবে যেভাবে চন্দ্র-সূর্য উদয়ের পর অস্ত যায়। তাঁর দীর্ঘ ও উদ্দীপ্ত বক্তৃতা শুনে মক্কাবাসীরা প্রভাবিত হয় এবং ইসলাম ধর্মে দৃঢ় অবিচল থাকে।

আবু লাহাবের পুত্র **হযরত উতবা ও মুআত্তেব**-এর ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা.) তাদের দু'জন সম্পর্কে হযরত আব্বাস (রা.)-র কাছে জানতে চাইলে তিনি বলেন, তারা অন্যদের মতো লুকিয়ে আছে। এরপর মহানবী (সা.)-এর নির্দেশ অনুসারে হযরত আব্বাস (রা.) তাদেরকে ধরে নিয়ে আসেন। তিনি (সা.) তাদেরকে ইসলামের দিকে আহ্বান করলে তারা ইসলাম গ্রহণ করেন। সেদিন মহানবী (সা.) অনেক উচ্ছসিত ও উৎফুল্ল ছিলেন। হযরত আব্বাস (রা.) তাঁর (সা.) আনন্দের কারণ জানতে চাইলে তিনি (সা.) বলেন, **আমি আল্লাহ্ তা'লার কাছে আমার দুই চাচাতো ভাইকে চেয়েছিলাম, তিনি আজ আমাকে উপহারস্বরূপ তাদেরকে দিয়েছেন।**

এরপর **সাফওয়ান বিন উমাইয়্যার** ইসলামগ্রহণের ঘটনা। সে ইসলামের ঘোর বিরোধী ছিল এবং মক্কাবাসী মুসলমানদের ওপর অত্যাচার-নিপীড়ন চালাতো। তার বিষয়ে হত্যার ঘোষণা দেয়া হয়নি, তথাপি ভয়ে সে মক্কা থেকে পালিয়ে জেদ্দা অভিমুখে চলে গিয়েছিল। তার বন্ধু হযরত উমায়ের বিন ওয়াহাব (রা.) মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হয়ে বলেন, সাফওয়ান আমার জাতির নেতা। সে ভয়ে পালিয়ে গেছে, আপনি তাকে নিরাপত্তা দান করুন। তিনি (সা.) তাকে নিরাপত্তা প্রদান করেন। এরপর উমায়ের (রা.) বলেন, আপনি আমাকে নিরাপত্তার প্রমাণপত্র দিন যেন আমি তাকে তা দেখাতে পারি। মহানবী (সা.) নিজের পাগড়ি খুলে তার হাতে দেন। এরপর উমায়ের (রা.) তা নিয়ে সাফওয়ানের কাছে যান এবং তাকে নিরাপত্তার সুসংবাদ প্রদান করেন। এটি দেখে সাফওয়ান মক্কায় ফিরে আসলেও ইসলাম গ্রহণ করেনি এবং মহানবী (সা.)-এর কাছে দুই মাসের সময় চেয়ে নেয়। কিছুদিন পর হুনায়নের যুদ্ধে সে কাফিরদের পক্ষে অংশগ্রহণ করে, তবে ফেরার পথে ইসলামের উন্নতি ও সফলতা দেখে সে ইসলাম গ্রহণ করে।

মক্কাবিজয়ের সময় যাদেরকে ক্ষমা করে দেয়া হয়েছিল তারা পরবর্তীতে আধ্যাত্মিকতার জগতে বিপ্লব সাধিত করেন। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত উমর (রা.) তাঁর খিলাফতকালে একবার মক্কায় আসেন। লোকেরা দলে দলে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতে আসতে থাকে। হযরত উমর (রা.) প্রাথমিক যুগে ঈমান আনয়নকারীদের সাথে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে সাক্ষাৎ করতে থাকেন, যারা সে সময়ে ক্রীতদাস ছিলেন। অপরপক্ষে যারা সমসাময়িক নেতা ছিলেন, কিন্তু প্রাথমিক যুগে ইসলাম গ্রহণ করেন নি, তাদের পেছনে সরতে সরতে জুতার কাছে গিয়ে বসতে হয়। এর ফলে যারা পেছনে পড়েন তারা আবেগ তাড়িত হয় এবং অপমানিত বোধ করেন। তারা পরস্পর আলোচনা করেন, আমরা আজ কেন অপমানিত হয়েছি? এক যুবক বলেন, এতে কার্ দোষ? হযরত উমর (রা.)-র নাকি আমাদের পূর্বপুরুষের? নিশ্চয়ই আমাদের পিতৃপুরুষের কারণে আজ আমাদের শাস্তি পেতে হচ্ছে। যখন এই দাসরা

ইসলাম গ্রহণ করেছিল, ইসলামের খাতিরে কষ্ট সহ্য করেছিল, তখন আমাদের পিতা-পিতামহ বিরোধিতা করেছিল; তাই এটি আমাদের অপরাধ। এক ব্যক্তি বলেন, এর প্রায়শ্চিত্ত করার কোনো উপায় আছে কী? এরপর তারা হযরত উমর (রা.)-র সমীপে যান। তিনি বলেন, এটি আমার দোষ, তবে আমি অপারগ ছিলাম কেননা তারা এমনসব মানুষ— যারা ইসলামের প্রাথমিক যুগে মহানবী (সা.)-এর দরবারে সম্মানের অধিকারী ছিলেন। অতঃপর তারা যখন নিজেদের পিতৃপুরুষদের অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করার কথা বলেন তখন হযরত উমর (রা.) নিজের হাত দ্বারা মিশরে সংঘটিত ইয়ারমূকের যুদ্ধের দিকে ইঙ্গিত করেন। অর্থাৎ, সেখানে গিয়ে ইসলামের জন্য যুদ্ধ করে এর প্রায়শ্চিত্ত করতে পারো। এরপর তারা ১২জন সেই যুদ্ধে অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। ইতিহাস সাক্ষী যে, তাদের একজনও জীবিত ফিরে আসেন নি, বরং প্রত্যেকেই খোদার পথে শাহাদত বরণ করেন। এভাবে তারা নিজেদের বংশ থেকে লাঞ্ছনার দাগ মুছতে সক্ষম হন।

বর্ণিত হয়েছে, তাদের মাঝে **হযরত ইকরামা বিন আবু জাহল** (রা.)ও ছিলেন। যুদ্ধের পর মুসলমানরা ইকরামা ও তাঁর সাথীদের খুঁজতে থাকেন। তখন হযরত ইকরামা (রা.) মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছিলেন; এমন সময় এক যুবক পানি নিয়ে আসেন। ইকরামা (রা.) আব্বাসের পুত্র হযরত ফযলকে মুমূর্ষু অবস্থায় পাশে পড়ে থাকতে দেখে বলেন, আমি কীভাবে পানি পান করতে পারি যেখানে এমন মানুষ কাতরাচ্ছেন যারা প্রাথমিক যুগে মহানবী (সা.)-এর অতুলনীয় সেবা করেছেন, তারা পানি পান করতে না পেরে মারা যাবে আর আমরা যারা প্রচণ্ড বিরোধিতা করেছি তারা পানি পান করে জীবিত থাকব— এটি কি সম্ভব? এভাবে প্রত্যেকে নিজেরা জীবন উৎসর্গ করে একজন আরেকজনকে পানি পান করাতে বলেন আর শেষ পর্যন্ত সবাই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন।

মক্কাবিজয়ের পর মহানবী (সা.)-এর দাওয়াত ইলাল্লাহ্ বা ইসলাম প্রচারের কাজ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে, তিনি এ উদ্দেশ্যে বিভিন্ন স্থানে ছোটো ছোটো তবলীগি দল প্রেরণ করেন; যেগুলো যুদ্ধের উদ্দেশ্যে ছিল না। এছাড়া তারা কতক স্থানে মূর্তি ভাঙ্গতেও গিয়েছিলেন। লোকদের হৃদয়ে মূর্তিগুলোর বিষয়ে কৃত্রিম ভয় কাজ করত আর এটি তাদের খোদা তা'লার প্রতি ঈমান আনয়নে প্রতিবন্ধক হিসেবে কাজ করত। মহানবী (সা.) মক্কাবাসীদের তিনটি বড়ো মূর্তি **লাত, উযযা ও মানাত** ধ্বংস করার জন্য প্রতিনিধি প্রেরণ করেন। লোকদের ওপর এর ভালো প্রভাব পড়েছিল এবং তাঁরা খোদা তা'লার সুউচ্চ মর্যাদা অনুধাবন করতে সমর্থ হয়েছিল। হুযূর (আই.) বলেন, এ সম্পর্কিত অবশিষ্ট আরও কিছু ঘটনা ইনশাআল্লাহ্ আগামীতে বর্ণনা করব।

পরিশেষে হুযূর (আই.) দু'জন মরহুমের স্মৃতিচারণ করেন এবং নামাযের পর তাদের গায়েবানা জানাযা পড়ানোর ঘোষণা প্রদান করেন। তারা হলেন, যথাক্রমে **হায়দ্রাবাদের চৌধুরী আব্দুল গফুর সাহেব এবং ফয়সালাবাদের মুকাররম মুহাম্মদ আলী সাহেব।** হুযূর (আই.) তাদের বিদেহী আত্মার শান্তি ও মাগফিরাত কামনা করেন এবং তাদের শোকসন্তপ্ত পরিবারের জন্য দোয়া করেন।

[প্রিয় পাঠকবৃন্দ! হুযূরের খুতবা সম্পূর্ণ শোনার কখনোই কোনো বিকল্প নাই, সময়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে আমরা খুতবার সারাংশ উপস্থাপন করছি মাত্র। আপনাদেরকে হুযূরের পুরো খুতবাটি শোনার অনুরোধ রইল। হুযূরের খুতবাটি পুরো শুনতে পাবেন আমাদের এমটিএ'র নিয়মিত ওয়েবসাইট, অর্থাৎ www.mta.tv এবং আমাদের কেন্দ্রীয় বাংলা ওয়েবসাইট www.ahmadiyyabangla.org -এ]

(সূত্রঃ কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক লন্ডনের তত্ত্বাবধানে প্রস্তুতকৃত)